মণ্ডপে মণ্ডপে প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত কারিগররা

বছর ঘুরে আবারও আসছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব। উৎসবকে ঘিরে মেহেরপুরে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। দিন-রাত পরিশ্রম করে প্রতিমা তৈরির কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন কারিগররা। কোথাও মাটির কাজ শেষ পর্যায়ে, আবার কোথাও চলছে প্রতিমায় রং ও সাজসজ্জার কাজ।

এ বছর ১৬ অক্টোবর মহাষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়ে ২১ অক্টোবর বিজয়া দশমীর মধ্য দিয়ে শেষ হবে। দেবীর বোধন ও চণ্ডীপাঠের মধ্য দিয়ে শুরু হবে পূজার আনুষ্ঠানিকতা।

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস অনুযায়ী, প্রতিবছর ভক্তদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বর্গলোক থেকে মর্ত্যলোকে আসেন দেবী দুর্গা। এবার দেবীর আগমন ঘোটকে এবং গমন নৌকায়। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, ঘোটকে আগমন কিছুটা অশুভ হলেও নৌকায় গমন শুভ লক্ষণের প্রতীক।

এবার মেহেরপুরের তিন উপজেলায় মোট ৪৪টি মণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ১৫টি, গাংনী উপজেলায় ২১টি এবং মুজিবনগর উপজেলায় ৮টি মণ্ডপ রয়েছে।

মণ্ডপগুলোতে ইতোমধ্যে দেবী দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ ও কার্তিকসহ বিভিন্ন প্রতিমা তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে। এখন প্রতিমাগুলোতে রং-তুলির আঁচড় ও সাজসজ্জার কাজ চলছে।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বলেন, দুর্গোৎসব উপলক্ষে প্রতিমা তৈরির কাজ প্রায় শেষ। উৎসবকে ঘিরে তারা নতুন জামাকাপড় কেনা, নাচ-গানসহ নানা আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। প্রতিবছরের মতো এবারও আনন্দঘন পরিবেশে দুর্গোৎসব উদযাপনের প্রত্যাশা তাদের।

মেহেরপুর পৌর পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি বিশ্বনাথ সাহা বলেন, প্রতিমা তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। এখন রং ও সাজসজ্জার কাজ চলছে। দুর্গোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি।

কালীবাড়ি মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক

সুভাষ রায় বলেন, প্রতিমাগুলোতে এখন রং করা হবে। দুর্গোৎসবের

মাধ্যমে দেবী দুর্গার কাছে শান্তি ও মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করবেন তারা।

মেহেরপুর শহরের কালীমন্দিরের পুরোহিত শ্রী তপন কুমার ব্যানার্জী বলেন, এবার দেবীর ঘোটকে আগমন ও নৌকায় গমন। নৌকায় গমনের সময় ফল-ফসল ও শস্যে বসুন্ধরা পূর্ণ হওয়ার বিশ্বাস রয়েছে। আগমন শুভ না হলেও সবাই মিলে দেবী দুর্গার কাছে প্রার্থনা করবেন, যাতে সব অশুভ দূর হয়ে মানুষ শান্তিতে থাকতে পারে।

নায়েববাড়ি মন্দিরের পুরোহিত অধর চৈতন্য দাস বলেন, দুর্গোৎসবকে ঘিরে সবাই মিলে শান্তি ও মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করবেন। দেবীর আশীর্বাদে সমাজ থেকে সব অশুভ দূর হবে এমন প্রত্যাশা তাদের।

জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক শ্রী মাধব চন্দ্র ভাস্কর বলেন, প্রতিটি মন্দিরের প্রতিমা তৈরির প্রায় ৮০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এখন চলছে রং ও সাজসজ্জার কাজ। জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ সহযোগিতা করছেন। আশা করছি, প্রতিবারের মতো এবারও শান্তিপূর্ণভাবে দুর্গোৎসব উদযাপন করতে পারব।

দামুড়হুদায় ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রতিমা তৈরির মৃৎশিল্পীরা

শারদীয় দুর্গাপূজা হিন্দু ধর্মাবলম্বীর সর্ব বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব। মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু হতে এখনও ১৫ দিন বাকী থাকলেও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দরজায় কড়া নাড়ছে দেবী-দুর্গার আগমনী বার্তা। ইতোমধ্যেই দামুড়হুদা উপজেলায় প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। বিশেষ করে দুর্গা প্রতিমা তৈরির কারিগররা ব্যস্ত সময় পার করছে। মণ্ডপের সাজসজ্জাসহ সার্বিক প্রস্তুতি দ্রুত এগিয়ে নিচ্ছেন আয়োজক ও পূজা উদযাপন কমিটি।

আগামী ০৯ অক্টোবর থেকে শুরু হবে পূজার মূল আনুষ্ঠানিকতা। দামুড়হুদা উপজেলায় এবছরে ২০টি মণ্ডপে দুর্গা প্রতিমা বসবে। তারই সাজসজ্জায় ব্যস্ত আয়োজকরা। শারদীয় উৎসব সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে সব ধরনের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন পূজা উদযাপন কমিটির নেতারা।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়,কারিগররা কাদা-মাটি, খড়-কাঠ সংগ্রহ থেকে শুরু করে, প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সকাল থেকে রাত অবধি চলছে এই কার্যক্রম।এখন শারদীয় দুর্গোৎসবে মেতে ওঠার অপেক্ষায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা।এ উৎসবকে ঘিরে উপজেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের মাঝে দেখা দিয়েছে কর্ম ব্যস্ততা।দিন রাত কাজ করে শিল্পীদের হাতের নিপুণ ছোঁয়ায় তৈরি হচ্ছে প্রতিমা। যেন দম ফেলার সময় নেই কারিগরদের। তবে রং, তুলির ও সাজসজ্জার দাম বেশি হওয়া ও প্রতিমা বানানোর মজুরি একটু কম পাওয়ায় চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে তাদের মধ্যে।

মাগুরা জেলার লক্ষীপুর থেকে আসা প্রতিমা শিল্পী শ্রী সুজন দাস বলেন,আমি ১৩ বছর যাবত প্রতিমা বানায়। দুর্গা প্রতিমা ছাড়াও সকল ধরনের প্রতিমা বানিয়ে থাকি এইবার আমি তিন টা প্রতিমার কাজ করতেছি।৪০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকায় কন্টাক্টে, আমার সাথে দুই জন হেলপার আছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক বাসুদেব হালদার বলেন, এবার অনেক বড় করে পূজা করা হচ্ছে। মহাভারতের কিছু দৃশ্য রাখা হচ্ছে। সব মিলিয়ে দামুড়হুদা উপজেলায় মোট ২০টি প্রতিমা গড়া হচ্ছে।

দামুড়হুদা উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব পলাশ কুমার দে জানান, এ বছর অনেক সাড়ম্বরে পূজা উদযাপন করা হবে। মূর্তি গড়ার কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। কিছুদিন পর থেকেই রংয়ের কাজ শুরু হবে। দশভূজা দেবী দুর্গা এবার আসছেন দোলায় চড়ে। আর বিসর্জন যাবেন ঘোটকে। পূজাকে কেন্দ্র করে তাই সর্বত্রই চলছে সাজ সাজ রব।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির বলেন, প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল ধরনের সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে, পুজায় আগত দর্শনার্থীদের ভিড় এড়াতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ, পুলিশের টহল জোরদার করা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে অনুরোধ, সহ ইভটিজিং ও নারীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদানে

বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মমতাজ মহল বলেন, প্রতিমা তৈরির স্থানসমুহ এবং পূজা মন্ডপ গুলোতে সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্হা গ্রহণ করা হয়েছে। কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে সে লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্যের সাথে সুষ্ঠুভাবে যেন পূজা উদযাপিত হয় সে লক্ষে জনপ্রতিনিধি সহ সর্বসাধারণের সহযোগিতা কামনা করছি।

ব্যস্ত সময় পার করছে দামুড়হুদার প্রতিমা তৈরির মৃৎশিল্পীরা

শারদীয় দুর্গাপূজা হিন্দু ধর্মাবলম্বীর সর্ব বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব। মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু হতে এখনও ১৯ দিন বাকী থাকলেও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দরজায় কড়া নাড়ছে দেবী-দুর্গার আগমনী বার্তা।

ইতোমধ্যেই দামুড়হুদা উপজেলায় প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। বিশেষ করে দুর্গা প্রতিমা তৈরির কারিগররা ব্যস্ত সময় পার করছে। মণ্ডপের সাজসজ্জাসহ সার্বিক প্রস্তুতি দ্রুত এগিয়ে নিচ্ছেন আয়োজক ও পূজা উদযাপন কমিটি। আগামী ১ অক্টোবর থেকে শুরু হবে পূজার মূল আনুষ্ঠানিকতা। দামুড়হুদা উপজেলায় এবছরে ২২টি মণ্ডপে দুর্গা প্রতিমা বসবে। তারই সাজসজ্জায় ব্যস্ত আয়োজকরা। শারদীয় উৎসব সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে সব ধরনের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন পূজা উদযাপন পরিষদের নেতারা।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়,কারিগররা কাদা-মাটি, খড়-কাঠ সংগ্রহ থেকে শুরু করে, প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সকাল থেকে রাত অবধি চলছে এই কার্যক্রম।এখন শারদীয় দুর্গোৎসবে মেতে ওঠার অপেক্ষায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা।এ উৎসবকে ঘিরে উপজেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের মাঝে দেখা দিয়েছে কর্ম ব্যস্ততা।দিন রাত কাজ করে

শিল্পীদের হাতের নিপুণ ছোঁয়ায় তৈরি হচ্ছে প্রতিমা। যেন দম ফেলার সময় নেই কারিগরদের। তবে রং, তুলির ও সাজসজ্জার দাম বেশি হওয়া ও প্রতিমা বানানোর মজুরি কম পাওয়ায় চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে তাদের মধ্যে।

প্রতিমা শিল্পী শ্রী কৃষ্ণ গৌস্বামী বলেন,আমি ২৫ বছর যাবত প্রতিমা বানায়। দুর্গা প্রতিমা ছাড়াও সকল ধরনের প্রতিমা বানিয়ে থাকি এইবার আমি চার টা প্রতিমার কাজ করতেছি। বিশ হাজার থেকে পঁচিশ হাজার টাকায় কন্টাক্টে আমার সাথে তিন জন হেলপার আছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক আনন্দ ঘোষ বলেন, এবার অনেক বড় করে পূজা করা হচ্ছে। মহাভারতের কিছু দৃশ্য রাখা হচ্ছে। সব মিলিয়ে দামুড়হুদা উপজেলায় মোট ২২টি প্রতিমা গড়া হচ্ছে।

দামুড়হুদা উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সদস্য সচিব সঞ্জয় হালদার জানান, এ বছর অনেক সাড়ম্বরে পূজা উদযাপন করা হবে। মূর্তি গড়ার কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। কিছুদিন পর থেকেই রংয়ের কাজ শুরু হবে। দশভূজা দেবী দুর্গা এবার আসছেন ঘোড়ায় চড়ে। আর ফিরে যাবেন নৌকায়। পূজাকে কেন্দ্র করে তাই সর্বত্রই চলছে সাজ সাজ রব।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল ধরনের সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে, পুজায় আগত দর্শনার্থীদের ভিড় এড়াতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ, পুলিশের টহল জোরদার করা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে অনুরোধ, সহ ইভটিজিং ও নারীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদানে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সানজিদা বেগম বলেন, পূজা মন্ডপ গুলোতে সর্বাত্মক সতর্কতা মূলক ব্যবস্হা গ্রহণ করা হয়েছে, সুষ্ট ভাবে যেন পূজা উদযাপিত হয় সে লক্ষে জনপ্রতিনিধি সহ সকলের সহযোগিতা কামনা করছি, পুলিশ প্রশাসনকে বলা আছে যাতে সতর্ক থাকে, কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে।